দৈনিক খবর

তারিখ 31 JUL 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

বিদেশী অনুদানসহ কোটি টাকা অপচয়ের আশংকা

দূর প্রশিক্ষণে কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স ঃ ব্যক্তিস্বার্থে অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা

● শাহেদ চৌধুরী ●

দূর প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স চালুর নামে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের অভিযোগ উঠেছে। অপূর্ণাঙ্গ এ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদেশী অনুদানসহ কোটি টাকার অপচয় হবে। ইতিমধ্যেই ১২ লাখ টাকা গচ্চার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় ও খামারবাড়ীস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সূত্র হতে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, কৃষি ডিপ্লোমা মাঠ কর্মীরা জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো এবং কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের স্বীকৃত তিন বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স চালুর দাবী জানিয়ে আসছে। এ দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৮০ সালে তৈরী হয় কৃষি কারিগরি শিক্ষা বিল ১৯৮০। কিন্তু সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর এ বিলটি চাপা পড়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের মহাসম্মেলনে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রচলিত দুই বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সের তিন বছরে উন্নীত করার ঘোষণা দিলেও এ কোর্স সম্পন্ন করার কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অথচ এ লক্ষ্যে ছাত্র ভর্তি করা হয়েছিল।

সূত্র জানায় : ১৯৮৯ সালে তৎকালীন কৃষিমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে কর্মরত মাঠ কর্মীদের তিন বছরের কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করার পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ১৯৯১ সালে সেই অনুযায়ী কারিগরি বোর্ডের মাধ্যমে মেকআপসহ কৃষি ডিপ্লোমার সিলেবাস, কারিকুলাম ও নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত করা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অর্থ বরাদ্দ না থাকার অজুহাতে মাঠ কর্মীদের তিন বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমার চূড়ান্ত কোর্সে ভর্তি করা থেকে বিরত থাকেন। এ অবস্থায় ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সোসাইটির পক্ষ হতে বকেয়া প্রশিক্ষণ ভাতাহীনভাবে কোর্স চালুর আবেদন জানালে সেটা মন্ত্রণালয়ে

২ এর পাতায় দেখুন

দূর প্রশিক্ষণে কৃষি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুমোদিত হয়।

১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে দূর প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স চালুর চিন্তা শুরু হয়। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৮৮ সাল হতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় শেষে তা স্থগিত রাখা হয়। অথচ অপরিকল্পিতভাবে সম্পূর্ণ অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা দূর প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স চালুর প্রচেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে দূর প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স চালুর লক্ষ্যে 'মডিউল' তৈরী ও বই ছাপানো বাবদ ১২ লাখ টাকা অপচয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় সরকারের দু'ভাবে অর্থের অপচয় হবে। প্রথমতঃ দূর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনায় অর্থ ব্যয় এবং দ্বিতীয়তঃ ১১টি প্রশিক্ষায়তন চালু রেখে সেখানের অর্থ ব্যয়। কিন্তু বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত সিলেবাস, কারিকুলামের ভিত্তিতে শুধুমাত্র প্রচলিত কৃষি প্রশিক্ষায়তনই যথেষ্ট। ১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশে ৭টি কৃষি প্রশিক্ষায়তনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মহীন অবস্থায় বেতন দেয়া হচ্ছে। এতে সরকারের লাখ লাখ টাকার অপচয় হচ্ছে প্রতি বছর।

ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সোসাইটির মহাসচিব দূর প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স চালু প্রসঙ্গে "দৈনিক খবর"-এর এই প্রতিবেদককে বলেন, বিদেশী অনুদানের মাধ্যমে এ পদ্ধতি চালুর নামে কতিপয় ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করছে। আমরা বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থ অপচয় ও সময় নষ্ট করার পরিবর্তে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত সিলেবাস, কারিকুলামের ভিত্তিতে মাঠ কর্মীদের জাতীয় পর্যায়ের গ্রেডেশন তালিকা অনুসারে ১১টি প্রশিক্ষায়তনে অবস্থান করে নিয়মিত কোর্স চালুর দাবী করছি।